ব্রু । না । ই

এসব কি হচ্ছে

মূলত দালালদের অপতৎপরতার কারণেই ব্রুনাইয়ে ভিসার কোটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। এই তৎপরতা বন্ধ না হলে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে...

লিখেছেন মির্জা জাকির

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চীন সাগরের তীরবর্তী তেলসমৃদ্ধ ধনিক শ্রেণীর ছোট্ট দেশ ব্রুনাই দারুস্সালাম। মুসলিম দেশ হিসেবে এ দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের রয়েছে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। মাত্র প্রায় সাড়ে তিন লাখ জনগণ অধ্যুষিত এ দেশটিতে জীবনযাত্রা অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক এবং কাজের বেতন পার্শ্ববর্তী দেশ কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর তুলনায় অনেকটা বেশি। যে কারণে বাংলাদেশের লোকজনের এদেশে এসে অর্থ উপার্জনের আগ্রহ বরাবরই বেশি। গত ৮০'র দশক থেকে এদেশে জনশক্তি রপ্তানি শুরু হয়। তখন মাত্র ২/৩শ' বাংলাদেশী এদেশে আসে। সম্পূর্ণ আমদানিনির্ভর এ দেশটিতে উল্লেখযোগ্য শিল্প কলকারখানা না থাকায় বাংলাদেশী শ্রমিকরা এখানে মূলত ঘাস কাটা, রঙ করা, কনস্ট্রাকশনের কাজ করছে। এ দেশের বাসাবাড়ি, রাস্তা, ব্রিজসহ নানা অবকাঠামো নির্মাণে বাংলাদেশী শ্রমিকরা বেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। ৯০ দশকের পর থেকে এদেশে কাজের বিভিন্ন প্রকল্প শুরু হলে বাংলাদেশী শ্রমিক আমদানীর চাহিদা আরো বৃদ্ধি পায়। আর তাই তো কতিপয় রিক্রুটিং এজেন্সি মরিয়া হয়ে এদেশে জনশক্তি রপ্তানি করতে তৎপরতা চালায়। এ সুযোগে এদেশে অবস্থানরত কতিপয় বাংলাদেশী ও বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সির দালালরা এদেশীয় নাম ও প্যাডসর্বস্ব কোম্পানির সঙ্গে যোগসাজশের মাধ্যমে প্রচুর লোক এদেশে প্রবেশ করায়। আর তখনই শুরু হয় বাংলাদেশী শ্রমিকদের নানা ভোগান্তি ও দুর্ভোগ। ভিসার কোটা নিয়ে বাংলাদেশী দালালদের জালিয়াতিসহ নানা কেলেঙ্কারির ঘটনা ধরা পড়লে ব্রুনাই সরকার একরকম বাধ্য হয়ে গত '৯৬ থেকে এদেশে বাংলাদেশী ভিসা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয় এবং বেশকিছু দালালকে এদেশ থেকে বের করে দেয়। '৮৪ সালে স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের সময় প্রথমবারের মতো এখানে বাংলাদেশ মিশন চালু করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক নিয়োগপ্রাপ্ত তৎকালীন মিশন প্রধানের উচ্চাভিলাষী জীবনযাত্রাসহ নানা অনিয়মের কারণে অলাভজনক এ মিশনটি দু'বছরের মাথায় সরকার এখান থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। তারপর দীর্ঘদিন এদেশে বাংলাদেশ মিশন না থাকায় এখানকার বাংলাদেশীরা বেশ দুর্ভোগ পোহায়। কূটনৈতিক সফল তৎপরতায় '৯৮-এর প্রথম দিকে গত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় পুনরায় এখানে বাংলাদেশ হাইকমিশন চালু করা হয় এবং ঢাকায়ও ব্রুনাই প্রথমবারের মতো তাদের মিশন চালু করে। মূলত আদম ব্যবসায়ীরা জনশক্তি আমদানি-রপ্তানির নামে বাংলাদেশীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা। কিন্তু আমাদের দেশের সরকারগুলো দেশের বাইরে জনশক্তি রপ্তানি করে তাদের শাসনকালের সাফল্যের প্রচার করে দেশবাসীর কাছে বাহবা পেতে চাইলেও আদৌ কি এসব ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগী পরিবারগুলো সরকারের ভোটবাক্সে সহায়ক হচ্ছে? কেননা ব্রুনাইতে জনশক্তি রপ্তানি করে বাহবা পাওয়ার চেয়ে ভোটবাক্স হারাতে আওয়ামী লীগকে গত নির্বাচনে ব্রুনাইয়ের এ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো বিরাট ভূমিকা রেখেছে বলে অনেকে মনে করছেন। তাই দেশের স্বার্থে, যুব সমাজের স্বার্থে ব্রুনাইতে এ ধরনের জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে এখনই শিকল টেনে না ধরলে এবং দালালদের বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ না নিলে ব্রুনাইতে শ্রমিক অসন্তোষ বাড়বে এবং সরকারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

ই । য়া । মা । তো

পরিশ্রমী জাতি

জাপানিরা এতো পরিশ্রমী বলেই সবাইকে টেক্কা দিচ্ছে। আমাদের দেশের মতো অকারণে তোষামোদ বা বসিং ওখানে নেই

পিকনিক স্পটে এক কোম্পানির একাংশের ছবি

আমরা কয়েকজন বাঙালি, চাইনিজ, ফিলিপিনো ও জাপানিজ মিলেমিশে একটা কোম্পানিতে কাজ করছি- সর্বমোট ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনের মতো। সবাই মিলে যেনো বাংলাদেশের একটা একান্নবর্তী পরিবার। সবাই নিজের মনে করে কাজ করি।

সাচ্চু (মালিক) সকাল ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত কাজ করেন। মালিকের স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাতিজা, বোন, বোনের জামাই সবাই একত্রে কাজ করেন। আমাদের এই কোম্পানিতে রাবার গলিয়ে গাড়ির পার্টস তৈরি করা হয়। প্রচণ্ড গরমের ভেতর কাজ করতে হয়। কারণ ২২০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় রাবার গলিয়ে এসব পার্টস বানানো হয়। তবে এতো গরমের ভেতর, এতো কষ্টের পরও সবাই সমানভাবে মালিক হয়েও কাজ করছেন, এতে একটুও লজ্জা বা সংকোচ বোধ করছেন না। এমনকি প্রতিটি জাপানিজ কাজে বিন্দুমাত্র ফাঁকি দেন না। সময় মতো টাইম কার্ড পাঞ্চ করে কাজ শুরু করেন। আবার কাজ শেষ করে কার্ড মেরে চলে যান। এখানে মালিকের ছেলে বলে ঘুরে বেড়ান না। এই আমি একজন সাধারণ যেভাবে কাজ করছি, একই মেশিনে মালিকের ছেলেও আমার মতো কাজ করছেন। আমি কাজ না বুঝলে যেমন মালিকের ছেলের থেকে জেনে নেই, ঠিক তেমনি তিনিও কাজ না বুঝলে আমার কাছ থেকে জেনে নেন। আবার আমরা পঁয়ত্রিশ জন লোক যে টয়লেট ব্যবহার করি- ওগুলো মালিকের স্ত্রী প্রতিদিন সকালে পরিষ্কার করেন। দেখা যায়, ময়লা কাপড় পরে একত্রে কাজ করছেন। কাজ শেষে দামী গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়ি চলে যান। কেউ কাউকে স্যার স্যার বলে তোষামোদ করেন না। সবাই সবার নাম ধরে ডাকেন। নামের পর শুধু সান শব্দটা ব্যবহার করেন।

Md. Faruk-uzzaman
Aichi-ken, Japan.

স্ট ৷ ক ৷ হো ৷ ম

সুদূরের হাতছানি

সুইডেনে অসংখ্য দ্বীপমালা রয়েছে। কোথাও মানুষ আছে কোথাও শূন্য

দ্বীপের দেশ সুইডেন

সুইডেনে এক বছর কাজ করলে ৫ সপ্তাহ ছুটি Semister পাওয়া যায়। আর তাই সবাই এপ্রিল- মে মাসে ট্যুর করবার জন্য ট্রাভেল এজেন্সির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। আগাম টিকেটের জন্য এবার পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে সুইডিশদের স্বপ্নের দেশ বেড়ানোর জন্য থাইল্যান্ড। সেখানে তারা প্রচুর সূর্যস্নান করতে পারেন। এ দেশে জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত বেশ ভালো গরম থাকে এবং রাত ১১টার সময় মনে হয় সন্ধ্যা ৭টা। অপূর্ব তখন এই দৃশ্য। সমস্ত গাছে পাতা ফুটবার সঙ্গেই ফুলের আগমন। যেনো হাতে সময় খুবই কম। গত বছর এরা গণনা করে দেখেছেন সুইডেনে ২২১৮০০ দ্বীপ আছে। কিছু দ্বীপে মানুষ বাস করে কিন্তু প্রায় দ্বীপই নির্জন। Stockholm -এর চারদিকে পানি তাই শখ করে একটি স্পিড বোট কিনলাম। সেই সঙ্গে একটি ম্যাপ যা দেখে অতি সহজেই সব জায়গায় যাওয়া যায়। আমরা কিছুদূর যাবার পর এক নির্জন দ্বীপের ওপর এক পরিবার দেখতে পেলাম। তাদের মধ্যে থেকে দুই-তিনজন তরুণ ছেলেমেয়ে গাছ থেকে পানিতে পড়ছে। আমাদের দেখে হাত দিয়ে হ্যালো বললো। Stad hus যেখানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় তার পেছন দিয়ে একটি ক্যানেল চলে গেছে। সেই ক্যানেলের দুই পাশে অজস্র ফুল ফুটে আছে। ধীরে ধীরে বোট চলছে হালকা ঢেউয়ের ওপর, সেই সঙ্গে চিন্ময়ের গান দৃশ্যকে আরো গভীরে নিয়ে গিয়েছিল। দেশের কথা, দেশের দৃশ্য যেনো হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমায়।

Neena Khanom, Stockholm, Sweden

ল ৷ ন্ড ৷ ন

এসব মামুলি ব্যাপার

সামান্য আঙুল কাটার বিষয়টিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ

দেশের বাইরে পড়ালেখা করতে গেলে বাংলাদেশের ছেলেরা প্রথম যে ভুল কাজটি করে সেটি হলো রান্না শিখে না আসা। রান্না করতে জানলে অন্তত খাবার দুশ্চিন্তাটা কিছুটা হলেও কম থাকে। আমিও অবশ্য অন্যান্যদের চেয়ে ব্যতিক্রমী ছিলাম না। চার বন্ধু মিলে একটা বাসা ভাড়া করে থাকছি। যেহেতু সবাই পড়ালেখা করছি এবং সে সঙ্গে পার্টটাইম কাজ করছি, রান্না করার পালাও তাই Rota system. আজ আমার কাল অমুকের। সেই দিন ছিলো শুক্রবার, যথারীতি রান্নার দায়িত্ব আমার । যেহেতু বাঙালি মাত্রই ভোজন রসিক তাই পেঁয়াজের গুরুত্ব অপরিসীম আমাদের কাছে। পেঁয়াজ ছাড়া আর যাই হোক না কেন কোনো তরকারি রান্না হয় না। তাই রান্নার আগেই পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে আমার ডান হাতের মধ্যম আঙুল কেটে গেল। দরদর করে রক্ত বেরুচ্ছে। রক্ত দেখে ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। কি করব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অবশেষে শফিককে ডাকলাম। শফিক এসে রক্ত বন্ধের চেষ্টা চালালো। যেহেতু বাসায় ফার্স্ট এইড বক্স ছিল না তাই গেঞ্জি ছিঁড়ে রক্ত বন্ধের জন্য আঙুলে বাঁধা হলো। তাতেও রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। গেঞ্জির ব্যান্ডেজ ভেদ করে চুইয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বের হয়ে রান্নাঘরের ফ্লোরে পড়ছিল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে নিকটস্থ ফার্মেসিতে গেলাম। দেখি ওরা কিছু করতে পারে কিনা। ওরা পরামর্শ দিল Newham General Hospital-এ যেতে। সঙ্গে সঙ্গে Cab ডেকে আমি ও শফিক চলে গেলাম হাসপাতালে ঘন্টা খানেক ইমার্জেন্সিতে বসার পর ডাক এল ভেতরে ক্যাজুয়েলটি ওয়ার্ডে যাওয়ার জন্য। এখানে আমার আঙুল পরীক্ষা করে দেখলেন চায়নিজ বংশোদ্ভূত এক ব্রিটিশ ডাক্তার। টিটেনাস ইনজেকশন দেওয়া হলো। গেঞ্জির ব্যান্ডেজ খুলে নতুন ব্যান্ডেজ করা হলো এবং ডাক্তার আশঙ্কা প্রকাশ করলো আমার নখ এবং আঙুলের মাংসসহ যতটা কেটেছে তা আদৌ আগের অবস্থানে আসবে কি না। তাই আমাকে রেফার করা হলো লন্ডন থেকে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত St. Marry Hospital প্লাস্টিক সার্জারি ডিপার্টমেন্টে। আপনাদের অনেকেরই হয়তো মনে থাকবে Chemsford এর কথা। যেখানে বাংলাদেশ তাদের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেছিল। হাসপাতালটি ওখানেই। আমাকে জানানো হলো রাতে হাসপাতালে রেখে সকালেই এম্বুলেন্সে করে ওখানে পাঠানো হবে। যে কথা সেই কাজ। বেশ বড় এম্বুলেন্স । একজন রোগী আমি, আর দু'জন হাসপাতাল স্টাফ এম্বুলেন্সে বসে ভালোই লাগছিল এই কারণে এই প্রথম লন্ডনের বাইরে কান্ট্রি সাইড দেখার সুযোগ পেলাম। আমাদের হাসপাতালে যেতে সময় লাগলো প্রায় ১ ঘন্টা ১০ মিনিটের মতো ঘড়ির কাঁটায় সময় ঠিক সকাল ৯.৪৫ মিনিট। সরাসরি নিয়ে যাওয়া হলো প্লাস্টিক সাজারি ওয়ার্ডে যেখানে গিয়ে দেখলাম সব সাদা মানুষ বিভিন্ন বয়সী কালো বা এশিয়ান একটাও নেই। প্রথমে দু'জন নার্স এলো ওদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর ওরা থার্ডটাইম হাতের ব্যান্ডেজ খুলে ওয়াশ করে আবারো নতুন ব্যান্ডেজ পরালো এবং আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো একটি রুমে। সেখানে দেখলাম তিনজন সাদা লোক বসে আছে। পরে জানলাম এরা একজন কনসালটেন্ট এবং বাকি দুইজন তার সহযোগী। আমাকে দেখেই বলল Hello youngman How are you, you will be Alright don`t worry... । একজন মানুষকে খুশি করার জন্য যা তা বলতে হয়, প্রায় সবই বলা হয়ে গেলো। এবং কনসালটেন্ট এসে কিছুক্ষণ পরে বলল You have a good news as you are young so Your tissues will be grow quickly and your nail wellcome to its original shape with is one and half months time and our medical board has decided that you don`t need any plastic srugery. খবরটা শুনে ভালোই লাগছিল, আবার মনটা একটু খারাপও হয়ে গেলো এই ভেবে যে, আঙুলটা প্লাস্টিক সার্জারি করা। আর হলো না। হাসপাতাল থেকে যখন ট্রেনে চড়ে বাসায় ফিরছিলাম তখন ভাবছিলাম হায়রে আমার প্রিয় বাংলাদেশ। যেখানে চিকিৎসার অভাবে হাজার হাজার মানুষ প্রতিনিয়ত মারা যাচ্ছে, সেখানে ব্রিটিশ চিকিৎসকরা সামান্য আঙুল কাটাতে কত কিছুই না করছে। কোথায় আছি আমরা! কোথায় আছে আমার স্বদেশ!

Onorto, 22 Hartingtion Street, elswick, New castle Upon Tyne, Ne-4 6ps, England

জ মি বি ক্রি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন ১৫½ শতাংশ জমি বিক্রি হবে। দেশী এবং প্রবাসী প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন-

৯৬৬০২৭১, ৮৬১৭০৩৩, ০১৭৯৩২৩৪৮

টো । কি । ও

টেলিফোনে বিয়ে: অতঃপর

টেলিফোনে বিয়ে অনেকটা লটারির মতো, অতএব সাবধান!

টেলিফোনে বিয়ে পড়ানো হচ্ছে

মানুষের জীবনে 'বিয়ে' একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশে বা বিদেশে বর-কনের উপস্থিতিতে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। টেলিফোনে তাদেরই বিয়ের ব্যবস্থা যেখানে বর-কনে দু'জন দু'দেশে অবস্থান করেন। প্রবাসে অবস্থানরত বর বা কনের অভিবাসন সমস্তই বাধ্য হয়ে টেলিফোনে বিয়ের ব্যবস্থা করাতে হয়। এদের ভিসা স্ট্যাটাসটা সেরকম যাতে একবার দেশে গেলে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা নেই। সঠিক বয়সে বিয়ের জন্য অথবা বয়স হয়ে যাচ্ছে বিয়ে জরুরি তাই উভয় পক্ষের সম্মতিতে এই ধরনের বিয়ে হয়ে থাকে। জাপান প্রবাসী অনেকেই এভাবে বিয়ে করেছেন। অনেকে বিয়ে করেও প্রবাসে আরও ৫/৭ বছর কাটিয়েছেন। কারো তরুণী স্ত্রী জাপানে প্রবেশ করেই মধ্যবয়স্ক স্বামীকে দেখে এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে গেছেন– কেউ ঐ স্বামীর কাছে না গিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছেন। প্রবাসী স্বামী স্বদেশ ফেরার পর স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন কারণ স্বদেশের প্রেমিককে সময় না দিতে পেরে। আবার অনেকেই প্রবাসী স্বামীকে পেয়ে আনন্দিত হয়েছেন। সম্প্রতি গুনমা ক্যানে ইসেসাকি শহরে ফরিদপুরের আব্দুর রহমানের বিয়েতে গিয়েছিলাম। টেলিফোনেই কাজী বিয়ে পড়ালেন। মোনাজাত হলো– পাত্র ফোনেই পাত্রী পক্ষের সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন, নব্যস্ত্রীর সঙ্গেও কথা হলো। একেবারে ঘটা করেই বিয়ে হলো।

মোঃ আরিফুর রহমান মাসুদ ববি
ই-মেইল : arifmasud 7088@docom.ne.jp, টোকিও

নি । উ । ই । য় । র্ক

হিলারি ভাইস প্রেসিডেন্ট

সাবেক ফার্স্ট লেডি এবং বর্তমান ডাকসাইটে সিনেটর হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন ২০০৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে আগ্রহী নন। কিন্তু ডেমোক্রেটরা যদি তাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াতে বলেন তাহলে কি হবে? বিষয়টি এখন ডেমোক্রেটিক মহলে বিশেষ আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এসব আলোচকের অন্যতম একজন হলেন খোদ হিলারির স্বামী প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। ওয়াশিংটন ডিসিতে ওয়াকিবহাল সূত্রের মতে, বিল ক্লিন্টন ২০০৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হিলারিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রার্থিতার ব্যাপারেই আগ্রহী। এদিকে হিলারির মুখপাত্র ক্যারেন ডান জানিয়েছেন, হিলারি সিনেটর হিসেবে ৫ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করতে আগ্রহী। রাজনীতি বিশেষজ্ঞ টম ওডোনেলের মতে, ২০০৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হাউজের মাইনরিটি লিডার রিচার্ড গেপহার্টের সঙ্গে হিলারিই হবেন সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী। রাজনীতি বিশেষজ্ঞ টম ওডোনেল মনে করেন, কোনো প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর সঙ্গে হিলারি হবেন অত্যন্ত সুযোগ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। হিলারি হবেন অনেকটা মূল্যবান এক সম্পদের মতো। একজন ঊর্ধ্বতন রিপাবলিকান কর্মকর্তা মনে করেন, ভাইস প্রেসিডেন্টের টিকেটের জন্য হিলারির রয়েছে প্রচুর ক্ষমতা এবং অনেক সুযোগ। বামপন্থি মহিলা দল, হলিউড, ইউনিয়ন তথা সর্বত্রই রয়েছে তার প্রচুর জনপ্রিয়তা। এদিকে হিলারি ক্লিনটনের আল গোরের রানিং মেট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। রিচার্ড গেপহার্ট কিংবা জন এডওয়ার্ডের সঙ্গে হিলারি হবেন প্রথম পছন্দ। আল গোর প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের নারী কেলেংকারি নিয়ে যে সমালোচনা করেন তাকে কখনো সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি হিলারি। দৃশ্যত হিলারি এখনো গোরের প্রতি ক্ষুব্ধ রয়েছেন।

শফিউদ্দিন কামাল
নিউইয়র্ক

লেখা আহ্বান

জাপান প্রবাসী বাঙালিদের প্রিয় ম্যাগাজিন 'বিবেক'-এ লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। আপনার প্রিয় লেখাটি আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

ঠিকানা : P.R. PLACID, P.O. BOX-170
URAWA CHUO POST OFFICE
T-336-8692, JAPAN.
Fax : 81-3-5292-5070
E-mail : bibek@mx9.ttcn.ne.jp

সৌজন্যে : রিও ইন্টারন্যাশনাল

ডিভি/স্টুডেন্ট ভিসা/ইমিগ্রেশন পরামর্শ

ব্রিটিশ কাউন্সিল ও এ, আই, ডি, আমেরিকান দূতাবাসের সাবেক কর্মকর্তা আলহাজ্ব কাজী রকিবুল ইসলাম-এর তত্ত্বাবধানে ডিভি বিজয়ীদের ফরম পূরণ চলছে। নতুন নিয়মে কানাডা ইমিগ্রেশন প্রসেস করা হচ্ছে। (ইন্টারভিউ-এর পূর্বে কোনো ফি নেয়া হচ্ছে না)। এছাড়া প্রতি রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টায় বিলেত, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশের স্টুডেন্ট ভিসা পাওয়ার কাউন্সিলিং করা হচ্ছে।

Worldwide Immigration Services.

ম্যানহাটন টাওয়ার, (৩য় তলা) প্রাইম ব্যাংকের ওপরে, মালিবাগ মোড়, ঢাকা।
ফোন : ৯৩৩৮৭৮৩, ৮৩১৪৪৯৮, ০১৭-৮০৬৮৩০, ০১৮-২২৫৮৮১
E-mail : raquibul@wisbd.com. Web : www.wisbd.com